بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মক্কা বিজয় অভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৮ আগস্ট, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জলসার পূর্বে মক্কাবিজয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে কয়েকজন অস্বীকারকারী বিরোধীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম। আজ আমি আরও কয়েকজনের ঘটনা তুলে ধরব।

ওয়াহ্‌শী বিন হারব যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিল। মক্কাবিজয়ের পর সে তায়েফ পালিয়ে যায়। যখন তায়েফের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সে-ও ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তার ইসলাম গ্রহণের পর তাকে বলেছিলেন, তোমার কি সম্ভব যে তুমি আমার থেকে তোমার মুখ আড়াল করে রাখো? পরে, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর, মুসাইলামা কাযযাব বিদ্রোহ করলে ওয়াহ্‌শী হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধ চলাকালে ওয়াহ্‌শী নিজের বর্শা দিয়ে আঘাত করে মুসাইলামাকে হত্যা করে।

একইভাবে, আমর বিন হিশামের দাসী **সারা** নামের এক গায়িকা ছিল। মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন-তোমার গান গাওয়া বন্ধ কেন? সে বলে, বদরের যুদ্ধে কুরাইশ নেতারা নিহত হওয়ার পর থেকে মক্কার লোকেরা আমার গান শোনা বন্ধ করে দিয়েছে। তখন মহানবী (সা.) তাকে এক উট বোঝাই শস্য প্রদান করেন। কিন্তু সে ইসলামবিরোধী কবিতা গাওয়া বন্ধ করেনি। এ সেই নারী, যার কাছে হযরত হাতেব (রা.)-এর একটি পত্র উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল।

একইভাবে, ইবনে খাতিলের এক দাসী **ফুরতনা** ছিল, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি করত। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হারেস বিন হিশাম মক্কার একজন অত্যন্ত সম্মানিত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবু জাহলের পিতার দিক থেকে ভাই এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর বোন ছিলেন তাঁর স্ত্রী। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ও আবদুল্লাহ্ বিন আবি রাবিয়্যা হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করেন। হযরত উম্মে হানী (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি তাদের আমান (আশ্রয়) দিয়েছি। মহানবী (সা.) বললেন- যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। কয়েক দিন পর তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে শাহাদাতের কলেমা পাঠ করে মুসলমান হলেন। মহানবী (সা.) বললেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। হারেস! তোমার মতো মানুষ কিভাবে ইসলামের বাইরে থাকতে পারত? হারেস উত্তর দিলেন,আল্লাহ্র কসম! ইসলামের বাইরে থাকা সম্ভবই ছিল না।

এরপর, **সুহায়েল বিন আমরের** ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও বিখ্যাত। তিনি ছিলেন কুরাইশের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদনের জন্য কুরাইশের পক্ষ থেকে এসেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন- মক্কাবিজয়ের পর যখন মহানবী (সা.) বিজয়ী হলেন, আমি নিজেকে গৃহবন্দি করে ফেললাম এবং আমার পুত্রকে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠালাম যেন সে আমার জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেয়। মহানবী (সা.) তাঁকে ক্ষমা করে বললেন, সুহায়েলের মতো বিচক্ষণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি বেশিদিন ইসলামের বাইরে থাকতে পারে না। এ কথা শুনে সুহায়েল বললেন, মুহাম্মদ (সা.) শৈশবেও দয়ালু ছিলেন আর এখনো দয়ালু আছেন। পরবর্তীতে তিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, তবে মুশরিক থাকা অবস্থায়। হুনাইন থেকে ফেরার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখ আছে, মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশ নেতাদের মধ্যে নামায, রোযা ও সদকায় সুহায়েলের চেয়ে বেশি অগ্রগামী কেউ ছিলেন না। তিনি প্রচুর কান্নাকাটি (করে দোয়া) করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময় প্রায়শই কেঁদে ফেলতেন।

সুহায়েল বিন আমরের আরেকটি ঘটনা হলো-তিনি ছিলেন কুরাইশের একজন সুদক্ষ বক্তা। বদরের যুদ্ধে তিনি কাফের হিসেবে মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। সে সময় তিনি তাঁর ঠোঁটে কিছু চিহ্ন করে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) প্রস্তাব দেন, হে আল্লাহ্র রসূল! তার সামনের দুই দাঁত তুলে দিন যেখানে চিহ্ন করে রেখেছে। তাহলে সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারবে না। মহানবী (সা.) বললেন-উমর! তাকে ছেড়ে দাও। শিগগিরই এমন সময় আসবে, যখন সে এমন জায়গায় দাঁড়াবে যে তুমি তার প্রশংসা করবে। হযরত উমর (রা.) তো তাঁকে শাস্তি দেওয়াতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, না, কিছু বলবে না। এমন সময় আসবে, যখন সে এমন এক স্থানে দাঁড়াবে এবং এমন কথা বলবে যে তুমি তার প্রশংসা করবে। বলা হয়ে থাকে, সেই সময় এসে গিয়েছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর। তখন মক্কাবাসীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কুরাইশরা যখন মক্কার লোকদের মধ্যে মুরতাদ হওয়া লক্ষ্য করল, আর নবী করিম (সা.)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত মক্কার শাসক হযরত আতাব বিন আসীদ উমবী (রা.) লুকিয়ে পড়েছিলেন, এমন কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল-তখন হযরত সুহায়েল বিন আমর (রা.) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন ঃ **হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ, তবে শেষদিকে এসে ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রথম মুরতাদ হয়ে যেও না। আল্লাহ্র কসম! এ ধর্ম এমনভাবেই বিস্তৃত হবে, যতটা চন্দ্র-সূর্য তাদের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।** এভাবে হযরত সুহায়েল (রা.) এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণ মক্কাবাসীর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলল এবং তারা ধর্মত্যাগ থেকে বিরত হল। হযরত আতাব বিন আসীদ (রা.), যিনি গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন, তাকেও ডেকে আনা হলো এবং কুরাইশরা ইসলামে অটল থেকে

গেল।

এরপর **হযরত উতবা ও মুআত্তেব**-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিনে মহানবী (সা.) আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা ও মুআত্তেব-এর ব্যাপারে জানতে চাইলে আমি নিবেদন করলাম, তারা অন্যান্য মুশরিকদের মতোই দূরে সরে আছে। মহানবী (সা.) এর নির্দেশে তখন হযরত আব্বাস তাদের ধরে নিয়ে এলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তারা ইসলাম কবুল করে বায়'আত করলেন। এরপর তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে তাদের হাত ধরে মুনতাযাম-এ নিয়ে গেলেন, যা হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝামাঝি বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালের সেই অংশ, যাকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করা সুন্নত এবং যা দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। কিছুক্ষণ সেখানে দোয়া করার পর তিনি (সা.) ফিরে এলেন। তাঁর (সা.)-এর চোখে মুখে আনন্দের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), আল্লাহ্ আপনাকে সুখ সমৃদ্ধি দান করুন, আমি আপনার চেহারায় প্রশান্তির চিহ্ন দেখছি। তখন তিনি (সা.) বললেন, **আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দুই চাচাতো ভাইকে চেয়েছিলাম, তিনি আজ আমাকে উপহারস্বরূপ তাদেরকে দিয়েছেন।**

এরপর আসে **সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার** ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা ছিল মক্কার প্রভাবশালী নেতা উমাইয়্যা বিন খালাফের পুত্র। বদরের যুদ্ধের পর সে নবী করিম (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিল। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উমায়ের বিনে ওয়াহাব (রা.) তার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আমানের (নিরাপত্তা) আবেদন করলেন, যা তিনি (সা.) মঞ্জুর করলেন। সাফওয়ান এসে বলল, আমি এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে চাই না, এবং কিছু সময়ের জন্য সুযোগ চাইল। হুনাইন ও তাইফ অভিযানের পর যখন গনীমতের মাল বিতরণ করা হচ্ছিল, তখন সাফওয়ান এক উপত্যকার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল, যা ভেড়া-ছাগলে পূর্ণ ছিল। মহানবী (সা.) তার অবস্থা দেখে বললেন, **এই উপত্যকা এবং এর সমস্ত কিছু তোমার, নিয়ে যাও।** সাফওয়ান সব নিয়ে নিল এবং বলল, মহানবী (সা.) এর অন্তরের যে উদারতা, তেমন আর কারো নেই এবং সেখানেই সে ইসলাম গ্রহণ করল।

হুযূর আনোয়ার বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করা ওই প্রভাবশালী নেতাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে তাদের জীবনে এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) একবার তাঁর খিলাফতকালে মক্কায় আসেন। শহরের বড় বড় নেতারা এই ভেবে আসেন যে, হয়তো তারা তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেতে পারেন। তারা কথা বলছিলেন, এমন সময় একে একে প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারী ক্রীতদাসরা প্রবেশ করতে লাগলেন। যখন এরা আসতেন, হযরত উমর (রা.) সেই নেতাদের বলতেন, একটু পিছনে সরে বসো, এদের সামনে বসতে দাও। এভাবে সেই নেতারা পিছনে সরতে সরতে অবশেষে জুতার কাছে বসতে বাধ্য হলেন।

এ অপমান তারা সহ্য করতে পারল না এবং বেরিয়ে গিয়ে একে অপরের কাছে অভিযোগ করতে লাগল যে, দেখো, আজ আমাদের কেমন অপমানানিত হতে হল! তখন তাদের মধ্যে এক যুবক বলল, এতে হযরত উমর (রা.)-এর কোনো দোষ নেই, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের দোষ, যার শাস্তি আমরা আজ পাচ্ছি। তার এ কথা শুনে তারা বলল, তাহলে কি এ অপমানের কলঙ্ক মোচনের কোনো উপায় আছে? তারা পরামর্শ করে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ফিরে এলেন। তারা যখন বিষয়টি বললেন, তখন প্রবল আবেগে হযরত উমর (রা.) কথা বলতে পারলেন না, শুধু হাত তুলে উত্তর দিকে ইশারা করলেন। এর অর্থ ছিল-উত্তরের

দিকে, অর্থাৎ সিরিয়ায় কিছু ইসলামী যুদ্ধ চলছে, অর্থাৎ, সেখানে গিয়ে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। তারা সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলেন এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-তাদের মধ্যে একজনও জীবিত ফিরে আসেনি; সবাই সেখানে শহীদ হন এবং এভাবেই তারা তাদের পরিবারের নাম থেকে অপমানের কলঙ্ক মুছে ফেলেন।

মক্কা বিজয়ের পরপরই মহানবী (সা.) কা'বার চারপাশের মূর্তির স্থানসমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন, যাতে মানুষের হৃদয় থেকে এ মূর্তিগুলোর কল্পিত ভয় দূর হয়।

হুযূর আনোয়ার বলেন, অবশিষ্ট কিছু ঘটনাবলী ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। তারা হলেন, যথাক্রমে হায়দ্রাবাদের **চৌধুরী আব্দুল গফুর সাহেব** এবং ফয়সালাবাদের **মুকাররম মুহাম্মদ আলী সাহেব**। হুযূর (আই.) তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

8 August 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat